ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২২

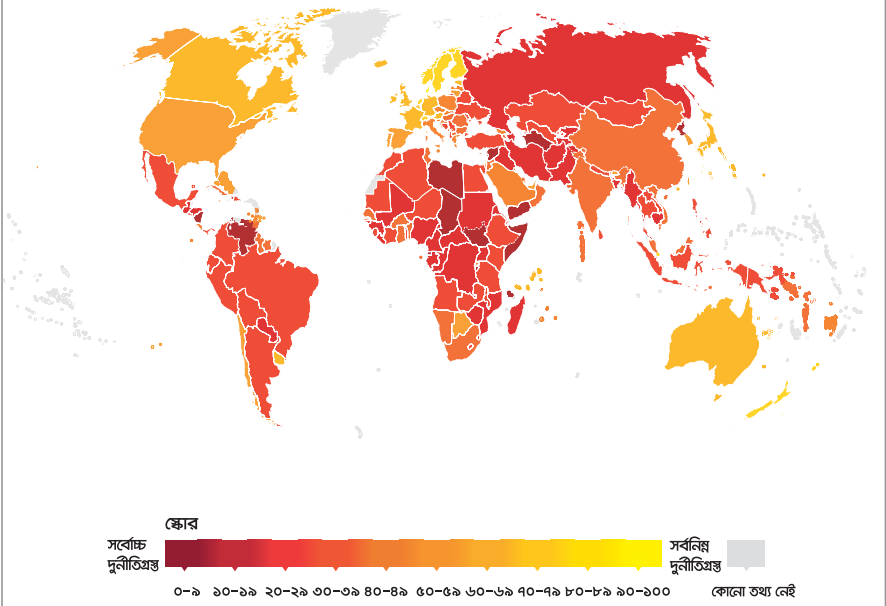

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২২

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০২২ অনুযায়ী ০-১০০ স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫, যা ২০২১ এর তুলনায় এক পয়েন্ট কম। তালিকায় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্তির ক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম, যা ২০২১ এর তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। আর সর্বনিম্ন স্কোরের হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২১ এর তুলনায় এক ধাপ অবনমন হয়ে ১২তম। সূচকে ৯০ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ডেনমার্ক। ৮৭ স্কোর পেয়ে যৌথভাবে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। আর ৮৪ স্কোর পেয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে। আর ১২ স্কোর পেয়ে ২০২২ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে সোমালিয়া। ১৩ স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া এবং ১৪ স্কোর পেয়ে তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ভেনেজুয়েলা।

সিপিআই ২০২২ : বাংলাদেশ

সিপিআই ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ২৫; যা সিপিআই ২০১৪ ও ২০১৫ সালের অনুরূপ। আর তালিকার সর্বনিম্ন থেকে গণনা অনুযায়ী সিপিআই ২০২১ এর তুলনায় একধাপ অবনমন হয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম এবং সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ২০২১ এর তুলনায় অপরিবর্তিত ১৪৭তম। এ বছর একই স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ১২তম অবস্থানে রয়েছে গিনি ও ইরান। বাংলাদেশ এবারও আফগানিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

- দক্ষিণ এশিয়ায় ২৪ স্কোর পেয়ে সর্বনিম্ন অবস্থানে আফগানিস্তান।
- বাংলাদেশ এশিয়ায় চতুর্থ সর্বনিম্ন ও দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ও অবস্থানে রয়েছে।

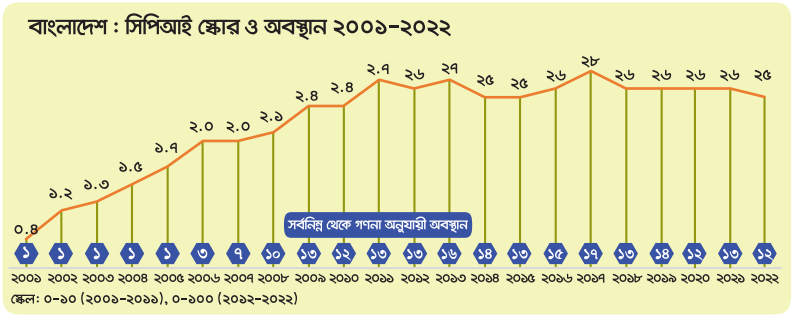

সূচক অনুযায়ী ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সিপিআই ২০২২ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩; আর বাংলাদেশের স্কোর ২৫, যা ২০২১ এর তুলনায় এক পয়েন্ট কম। তাই দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে' এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

সূচক অনুযায়ী ২০১২-২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গত এগার বছরে সিপিআই সূচকের বিশ্লেষণ বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের অনুরূপ ২৫; আর নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ২০২০ এর অনুরূপ ১২তম, যা এই সময়কালে সর্বনিম্ন। শেষ এগার বছরে বাংলাদেশের স্কোর ঘুরেফিরে ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যেই আটকে আছে। এরমধ্যে টানা চার বছরসহ মোট ছয়বার বাংলাদেশের স্কোর ছিলো ২৬, এবারসহ তিনবার ২৫ এবং একবার করে ২৭ ও ২৮। আর নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ চারবার ১৩তম, দুইবার ১৪তম, এবারসহ দুইবার ১২তম এবং একবার করে ১৫, ১৬ ও ১৭তম; যা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের সার্বিক কোনো অগ্রগতি যেমন নির্দেশ করে না, তেমনি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে অস্বস্তিকর স্থবিরতার প্রমাণ দেয়। এমনকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গীকার এবং দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন পর্যায়ের ঘোষণা সত্ত্বেও উল্লিখিত সময়কালে আমাদের এই নিম্ন স্কোর ও অবস্থান প্রমাণ করে যে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও কাঠামোগত দুর্বলতায় বাংলাদেশের অবস্থানের বাস্তবিক উন্নতি হচ্ছে না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবনমন ঘটছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

২০২২ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় শুধুমাত্র ভুটান তালিকার প্রথম সারিতে ২৫তম স্থান পেয়েছে। এ অঞ্চলের আটটি দেশের মধ্যে আফগানিস্তান ও নেপালের স্কোর ২০২১ এর তুলনায় যথাক্রমে ৮ ও ১ পয়েন্ট বেড়েছে; ভুটান, মালদ্বীপ ও ভারতের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের স্কোর ১ পয়েন্ট অবনমন ঘটেছে। আর উচ্চক্রম অনুযায়ী অবস্থানের দিক থেকে ২০২১ সালের তুলনায় আফগানিস্তানের অভূতপূর্বভাবে ২৪ ধাপ উন্নতি হয়েছে; নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ১ ধাপ উন্নতি হয়েছে। আর অবশিষ্ট সবগুলো দেশের অবস্থানই অপরিবর্তিত রয়েছে।

সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভুটান ২০২১ সালের মতো ৬৮ স্কোর নিয়ে ২৫তম অবস্থানে রয়েছে। এরপর মালদ্বীপ ও ভারত যৌথভাবে অপরিবর্তিত ৪০ স্কোর নিয়ে উচ্চক্রম অনুযায়ী ২০২১ সালের মতো ৮৫তম অবস্থানে রয়েছে। শ্রীলঙ্কার স্কোর গতবারের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ৩৬ হলেও, উচ্চক্রম অনুযায়ী ১ ধাপ উন্নতি হয়ে ১০১তম অবস্থানে রয়েছে। আর নেপাল ১ স্কোর বেড়ে ৩৪ পয়েন্ট পেয়েছে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী ৭ ধাপ উন্নতি হয়ে ১১০তম অবস্থানে রয়েছে। এরপর পাকিস্তান গতবারের তুলনায় ১ পয়েন্ট কম পেয়ে ২৭ স্কোর করেছে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী অপরিবর্তিত ১৪০তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ গতবারের তুলনায় ১ পয়েন্ট কম ২৫ স্কোর নিয়ে উচ্চক্রম অনুযায়ী অপবিবর্তিত ১৪৭তম অবস্থানে রয়েছে। সবশেষ, আফগানিস্তান ২০২১ এর চেয়ে ৮ পয়েন্ট বেশি পেয়ে ২৪ স্কোর নিয়ে উচ্চক্রম অনুযায়ী ২৪ ধাপ উন্নতি হয়ে ১৫০তম অবস্থানে রয়েছে; যা শুধু দক্ষিণ এশিয়াই নয়, সূচকে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে পয়েন্টের উন্নতি হিসাবে চতুর্থতম।

২০২২ সিপিআই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের স্কোর ও উর্ধ্বক্রম অনুসারে অবস্থান

	স্কোর	অবস্থান
ভুটান	৬৮ অপরিবর্তিত	২৫ অপরিবর্তিত
মালদ্বীপ	৪০ অপরিবর্তিত	৮৫ অপরিবর্তিত
ভারত	৪০ অপরিবর্তিত	৮৫ অপরিবর্তিত
শ্রীলঙ্কা	৩৬ ১ পয়েন্ট অবনমন	১০১ ১ ধাপ উন্নতি
নেপাল	৩৪ ১ পয়েন্ট উন্নতি	১১০ ৭ ধাপ উন্নতি
পাকিস্তান	২৭ ১ পয়েন্ট অবনমন	১৪০ অপরিবর্তিত
বাংলাদেশ	২৫ ১ পয়েন্ট অবনমন	১৪৭ অপরিবর্তিত
আফগানিস্তান	২৪ ৮ পয়েন্ট উন্নতি	১৫০ ২৪ ধাপ উন্নতি

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী ?

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতি বছর সিপিআই (করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স বা দুর্নীতির ধারণা সূচক) প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। সিপিআই— এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশকে ০ (উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতির শিকার) থেকে ১০০ (কম মাত্রায় দুর্নীতির শিকার) এর স্কেলে পরিমাপ করে সেই স্কোরের এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়।

সিপিআই– এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য

এ বছর সিপিআই– এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য হলো সংঘাত, শান্তি ও নিরাপত্তা। দুর্নীতি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সামগ্রিকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। দুর্নীতি সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড–এমনকি সন্ত্রাসবাদের জন্যও উর্বর ভূমি তৈরি করে। কারণ দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অপরাধীরা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করে।

সিপিআই নিরূপণ-পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সর্বনিম্ন ৩টি ও সর্বোচ্চ ১০টি (অঞ্চল ও দেশভেদে জরিপের লভ্যতার ওপর নির্ভর করে) জরিপের সমন্বিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই প্রণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক, যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকদের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। সূচক নির্ণয়ে অনুসৃত জরিপ ও গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.transparency.org/cpi

সিপিআই নির্ণয়পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০–১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই–এ শতভাগ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

সিপিআই ২০২২ এর জন্য মোট ১৩টি ভিন্ন জরিপের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো:

সূচকে ব্যবহৃত দুর্নীতির ধরন ও প্রতিরোধমূলক নির্দেশক

- ঘুষ ও সরকারি তহবিল তছরুপ
- সরকারি চাকরির নিয়োগে স্বজনপ্রীতি
- ব্যক্তিগত লাভের জন্য কর্মকর্তাদের সরকারি অফিসের অবাধ ব্যবহার
- সরকারি খাতে দুর্নীতি দমনে সরকারের সক্ষমতা
- সরকারি কাজে অতিরিক্ত লাল ফিতার দৌরাত্ম–যা দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি করে
- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলয়ে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দখলদারিত্ব
- দুর্নীতিসংক্রান্ত মামলার কার্যকর বিচার
- সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক ও সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতা
- ঘুষ ও দুর্নীতির ঘটনার তথ্য প্রকাশকারীদের আইনি সুরক্ষা
- জনসংশ্লিষ্ট কিংবা সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্যের অভিগম্যতা

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবির গবেষণা বা জরিপ থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই–এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টিআই এর অন্যান্য দেশের চ্যাপ্টারের মতো টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে;
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সততা, নিরপেক্ষতা ও সকলের সমান অধিকার চর্চা করে;
- কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না;
- সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়;
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে;
- পাঁচটি মূল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, পরিবেশ ও নির্মাণ;
- উল্লেখিত খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে;
- ঢাকার বাইরে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গঠনের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) সক্রিয়;
- সারাদেশে প্রায় নয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে– সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ, ইয়াং প্রফেশনাল এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক), অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি) এবং টিআইবি সদস্য।

টিআইবির চলমান সার্বিক কার্যক্রমের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো– যুক্তরাজ্যের ফরেইন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩০৩২-৩৩, ৪৮১৯৩০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh